মা-মণি'র চিঠি ও লেখা থেকে (শ্রী ....)

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর এক ভক্তের কাছে রক্ষিত পুরোনো "মন্দির" পত্রিকা (৫৩ বর্ষ,১৪০০সাল; সংখ্যাটা মনে নেই এবং তাতে সংগ্রাহকের নামও নেই) থেকে মা-মণি'র এই "পূর্বে অপ্রকাশিত" চিঠিগুলো পেয়েছিলাম । খুবই ভাল লাগায় Xerox করে রেখেছি। অনুমান করছি চিঠিতে উল্লিখিত 'ডাক্তার' হলেন স্বামী অসীমানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ডাঃ খগেন্দ্রভূষণ ঘোষ মহাশয়। পত্রগুলিতে উল্লিখিত 'ডাক্তার'এর স্থানে নিজেকে বসালে মনে হবে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যেন আমাদের উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলছেন । পড়ে ভাল লাগলে ভক্তজনেরা কৃপাকরে এই অধমের মস্তকে তাঁদের পদধূলি দেবেন। জয়গুরু জয় গোঁসাই ।।

২১শে কার্তিক ১৩৬৮

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, ডাক্তারকে বৌমাকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে বলো- ধর্মপথে সত্য ধরে যারা আছে তারা আমার আশ্রিত, আমি তাদের সবসময় রক্ষা করি। ডাক্তারের সব ভার আমি গ্রহণ করেছি। সংসারের আঘাত না পেলে বন্ধন মুক্ত হয়না। পূর্বজন্মের সুকৃতি রয়েছে। কালপ্রভাবে অনেক কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে বা হবে। শাস্ত্র-সদাচার মেনে সর্বদা চলতে বলো, কোন চিন্তা নাই।"

১২ই ফাল্‌গুন.........

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, ডাক্তারকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে বলো- তার সব ভার আমি গ্রহণ করেছি ; কোন চিন্তা নাই। ডাক্তার আমার প্রিয় ভক্ত। এখনও সংসারে কিছু কর্তব্য রয়েছে সেটুকু করা প্রয়োজন। অনাসক্ত ভাবে থাকবে, কোন তাপ স্পর্শ করবে না। সর্বদা রক্ষা করছি। আনন্দ কর, মঙ্গল হোক।" হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এলেন, আমি প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করে বললেন- “মা, ডাক্তারকে আমার আশীর্বাদ দিও ; নামব্রহ্ম জপ করতে বোলো, নামব্রহ্মাতে আমার শক্তি দেওয়া আছে। সাধনপথে উন্নতি হবে। মঙ্গল হোক।“

২৬শে বৈশাখ ....

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, ডাক্তারকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে বলো তার এবার সদ্‌গুরুদত্ত সাধন লাভ করবার সময় হয়ে আসছে, অসীমানন্দের কাছে সাধন হবে। পূর্বজন্মে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পেয়েছিল। কর্মফলে কিছু বিলম্ব পড়ে গিয়েছিল। পূর্বজন্মে সংসারবদ্ধ থেকে সাধন ভজন করে নাই। এবার তাই সংসার বন্ধন কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংসার

মিত্রের কাজ করছে। আঘাত না পেলে বন্ধন কাটে না। কোন চিন্তা নাই, আমি সর্বদা কাছে আছি। সময়ে সাধন পাবে। আমিই অসীমানন্দের মধ্য দিয়ে সাধন দেব।"

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ....

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, ডাক্তারকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে বলো- অসীমানন্দ না আসায় দুঃখিত হয়েছে। কোন চিন্তা নাই- আমি সব ভার গ্রহণ করেছি, সময়ে সাধন পাবে। বিলম্ব হলে কোন ক্ষতি হবেনা। নামব্রহ্ম জপের ফলে মানসিক পরিবর্তন বুঝতে পারবে। পূর্বজন্মের সাধন রয়েছে। তবে সনাতন নিয়ম অনুসারে এ জন্মেও সাধন নিতে হবে। সময় হলেই যোগাযোগ হয়ে যাবে।"

৯ই শ্রাবণ.........

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, ডাক্তার এলে আমাদের আশীর্বাদ দিও। অসীমানন্দের মধ্য দিয়ে আমিই সাধন দিয়েছি। বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। অন্তরের ব্যাকুলতাই ভগবৎ লাভের একমাত্র সোপান। সংসারের সমস্ত আসক্তি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ছিন্ন করে মনকে ভগবৎমুখী করে দিচ্ছেন। এই সাধন মহাপ্রভুর নিজস্ব দান। জীবন ধন্য হয়ে যাবে। সাধনপথে জয়লাভ হোক।"

১৩ই পৌষ ১৩৬৯

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, ডাক্তারকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে বলো চিন্তা করছে কেন? আমি সমস্ত ভার গ্রহণ করেছি। যখন সংসারের ঝড়-ঝাপটা আসবে, আমাকে স্মরণ করে নাম করবে। প্রাণ শীতল হয়ে যাবে। মানুষ নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। যাদের পূর্বজন্মের কর্ম শুভ থাকে তার ফলে এ জন্মে ভোগ করতে হয় না, যার তা না থাকে তাকে এ জন্মেই ভোগ করতে হয়, কারও নিস্তার পাবার উপায় নাই। কারও সুখ-দুঃখের ভাগী মানুষ হয়না, জীব নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। ডাক্তারের সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমি যাকে কৃপা করি- তার আপন বলতে আমি ছাড়া আর কিছু থাকবে না। যা কর্তব্য মনে হবে করে যাবে। আমি সর্বদা রক্ষা করছি ও করবো। সংসারের মায়া ত্যাগ করা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া হয়না। সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করবে, আর সংসার বন্ধনে ঢুকতে হবে না।"

৬ই আষাঢ় ১৩৭০

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে বসলাম, তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, ডাক্তারকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে বলো, যখন যা কার্য করবে যেন ধৈর্য ধরে বিচার কোরে করে। সংসারের ঝামেলা মিটিয়ে পুরীতে এসে থাকতে পারলেই ভাল হয়। মঙ্গল হবে, কোন চিন্তা নাই। সবসময় গুরু অনুগত হয়ে থাকতে বলো। সাধনপথে অনেক বাধা-বিঘ্ন আসে, নাম করে যাবে, সর্বদা কাছে আছি।"

হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু এলেন। প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করে বললেন- "ডাক্তারকে আমাদের আশীর্বাদ দিও। নাম ধরে থাকবে। সংসার সংগ্রামে জয়লাভ হউক। ত্যাগের দ্বারাই সব জয় করতে হবে। নিজের যা কিছু সব ভগবৎপদে সমর্পন করে দীন হীন কাঙ্গাল হয়ে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করতে হবে। বড় কঠিন পথ। মা, আশীর্বাদ করি- ডাক্তার জয়লাভ করুক। গুরুকৃপায় মঙ্গল হবে।"

৫ই ভাদ্র ১৩৭০

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম, তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এলেন, আমি প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করে বললেন- "মা, ডাক্তারকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে বলবে যে তার দেওয়া অর্থ আমরা আনন্দ করে গ্রহণ করবো। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছে, ভবিষ্যত উজ্জ্বল। বাসনা-কামনাহীন শুদ্ধ অন্তঃকরণ। মা এইসব ভক্তই সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র। মায়ার বন্ধন যে কাটাতে পারে সে ভববন্ধন থেকে মুক্ত। অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। অসীমানন্দ ধরে রেখেছে, বুঝতে দিচ্ছে না - সময়ে জানতে পারবে।"

(ডাক্তারকে লেখা মা-মণি'র একটি পত্র)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজধাম, কুন্তাইবেন্টসাহী

পুরী ১৪ই ভাদ্র.........

পরম কল্যাণবরেষু,

বাবা, আপনার পত্র পাইয়া এবং সব অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি আর কি লিখিব - শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও গোপাল যাহা বলিয়াছেন লিখিয়া দিলাম।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, ডাক্তারকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে লিখিয়ে দিও - সে চরণচিহ্ন রাধানাথের ও গোপালের। ডাক্তারের পুণ্যফলে রাধানাথ ও গোপাল দেখা দিয়েছেন, ভোগ গ্রহণ করেছেন। জীবন ধন্য হয়ে গেছে।"

গোপাল বলছে, "ডাক্তার ভাইকে লিখিয়ে দিও, ডাক্তার ভাই'এর জন্য মন কেমন করছিল কিনা, তাই আমি দেখতে গিয়েছিলাম, ভোগ খেয়ে এসেছি।"

হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করে বললেন, "মা, ডাক্তারকে লিখিয়ে দিও - আমরা সবাই আশীর্বাদ জানাচ্ছি। ডাক্তারের উপর গোঁসাইজীর অপার করুণা। পূর্বজন্মে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও আমার ভক্ত ছিল। এরূপ শুদ্ধ অন্তঃকরণ দেখা যায় না।"

গোপাল বলছে- " ডাক্তার ভাইকে আমার ভালবাসা দিও। চরণচিহ্ন যতদিন থাকবে চন্দন, তুলসী দিয়ে পূজা করবে। ডাক্তার ভাইকে কেউ চিনতে পারেনি- আমি চিন্‌তে পেরেছি।"

....

শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ ও গোপালের ভালবাসা জানবেন। ....।

ইতি-

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শ্রীচরণাশ্রিতা

মা- মণি

৪ঠা চৈত্র ১৩৭১

গোপাল* বললে- "সেদিন ধীরেন ভাই বলছিল মনস্থির হয় না। মনকে বশ করা কি সোজা কথা ? অর্জুনও এই প্রশ্ন করেছিল। মনকে বশ করার উপায় - "নামকে ভালবাসা"। প্রেমের দ্বারাই মন বশ হয়। আপনজন মনে করে নামকে নিজের মধ্যে এক করে নিতে হবে। নাম করতে করতে দেহ-মন যখন নামময় হয়ে যাবে তখন নাম-নামী এক হয়ে হৃদয়-বৃন্দাবনে লীলা করবেন। ভক্ত ছাড়া সেই লীলা কেউ দেখতে পায়না। একবার তেমনি করে নাম করে দেখুক, নিশ্চয়ই নামের কৃপায় লীলা দর্শন পাবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে। নিজের বলে কিছু থাকবে

না। আমিত্ব নাশ না হলে তাঁর কৃপা পাওয়া যায় না। আমার আমি সব ছেড়ে নিজেকে শূন্য করতে হবে। নিজে নিঃস্ব না হলে নামীর কৃপা কি করে পাবে ?"

[*বৃন্দাবন থেকে মা-মণি'র আনা একটি চিত্রপটের গোপাল। ইনি মূর্তিমান হয়ে মা-মণি'র সঙ্গে বিভিন্ন লীলা করতেন। গোপালজীর ফটো এই লেখায় Attach করে দিলাম।]

স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর মা-মণিকে লেখা পত্র

প্রণাম নিবেদন

(০৩/০৩/১৯৬০)

মা তোর সাথে একটি দিনের দেখা,
মাত্র কয়েক মুহূর্তেরই তরে,
তারই মাঝে ভরিয়ে দিলি প্রাণ
মাতৃস্নেহের অমৃতেরই ধারে।
কত জন্মের পরিচয়ের সুরে
উঠলো বেজে জীবন তন্ত্রগুলি,
বুকের মাঝে উঠলো জেগে মাগো,
হারানো মা'র স্নেহ মধুর বুলি।

সারাজীবন কাটলো পথে পথে
জীবন পথে পথই হলো ঘর।
আত্মীয়েরা সবাই বিদায় নিলো
আপন হলো যারাই ছিল পর।
এখন দেখি সবাই আপন হয়ে
আমার মাঝে মধুর রূপে জাগে।
রূপে রূপে প্রেমের ঠাকুর মোর
দাঁড়ায় এসে আমার পুরোভাগে।।

* *

শ্রীশ্রীগোপালজী